# Sanatan Dharma

**অভাব কাকে বলে ?**

অভাব কাকে বলে ?
উত্তর:-

আমরা যখন সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা থেকে দূরে যে গতি (যাকে শাস্ত্রে দুর্গতি বলে) সেটা আমরা যখন হয়ে অতি সুক্ষ জীবাত্মা হয়েছিলাম , তখন সেই পরমাত্মায় কে কিভাবে পরে আবার যুক্ত হয়ে পূর্ণ মোক্ষ পাবে - সেই গোপন রহস্য প্রত্যেকের কারণ শরীরের মধ্যে অতি সংগোপনে থাকে -তাকেই একমাত্র মূল " স্বভাব" বলে i আর এই " স্বভাবকেই " পরবর্তী কালে অক্ষর সংক্ষিপ্ত আকারে "ভাব " বলে অর্থাৎ " স্বভাব= ভাব " l যাহা জীবাত্মার স্বরূপ বা ভাবগতি বলে যাহা মন , বুদ্ধি এর অতীত l আর এই স্বভাবে স্থিতি না থাকার নামই "অভাব"। তবুও বাস্তবিক রূপে আমরা দুই প্রকারের অভাব দেখতে পাই :-

1. প্ররাদ্ধকর্ম বা নিয়তি জনিত অভাব -> আমাদের ভাগ্যে যে দুঃখ বা অনটন থাকে , যেটাকে বাধ্যতামূলক ভাবে ভোগ করতে হয় (যেমেন- পরিবেশ / সমাজ / নানা রকম সমস্যা / চাহিদা / ক্ষুদা-তৃস্না / রোগ-ব্যাধি / দায়িত্ব-কর্তব্যজনিত ) তাকে প্ররাদ্ধকর্ম বা নিয়তি জনিত অভাব বলে l
2. মানসিক অভাব -> আমরা শুধুমাত্র নিজেদের কামনা বাসনা কেই জীবনের লক্ষ্য ভেবে তাকে পূর্ণ করে জন্যে যে দুঃখ-যন্ত্রনা ভোগ করে অভাব অনুভব করি তাকে মানসিক অভাব বলে l

এই দুই প্রকার অভাব থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তির উপায় হলো ধর্মের পথে চলে যখন আমি নিজের মূল "স্বভাবস্থিতি" লাভ করতে পারবো তখন আমরা অনন্তকালের জন্যে সব রকম অভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবো l তাই ধর্মের পথ ই হলো অভাব মুক্তির মূল উপায় l

শাস্ত্রানুসারে ধর্মআচরণ --> যম ( অহিংসা + সত্য + অস্তেয় + ব্রহ্মচর্য + অপরিগ্রহ) +নিয়ম ( শৌচ + সন্তোষ + স্বাধ্যায় + তপস্যা + ঈস্বরপ্রণিধান )+ গুরুসেবা + গুরু আদেশ পালন + মা-বাবা সেবা + সামাজিক-সাংসারিক প্রতিটি দায়িত্ব সৎ পথে থেকে পূর্ন বিবেকের সঙ্গে প্রতিপালন + দেশভক্তি + জীব-মানব কল্যাণ চিন্তা ও কর্ম এবং চরিত্রআচরন। এই সমস্থ আচরণগুলো পূর্ণ রূপে ( নিজের মনো মতন যে কোনো একটা -দুটো পালন করলে নয় ) পালন করলে তবেই তাকে ধর্ম আচরণ বলে l

Published on: Nov, 06 2023 13:55